হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২৫

(১)ফাস্তুস সেই প্রদেশে আসার তিনদিন পর কৈসরিয়া থেকে জেরুসালেমে গেলেন। (২)সেখানে প্রধান ইমামেরা ও নেতারা তার কাছে গিয়ে পৌলের বিরুদ্ধে নালিস জানালেন। (৩)তারা তাকে অনুরোধ করলেন, যেনো তিনি তাদের ওপর দয়া করে হযরত পৌল রা.-কে জেরুসালেমে ডেকে পাঠান। আসলে তারা পথের মধ্যে লুকিয়ে থেকে হযরত পৌল রা.-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিলেন।

(৪)তখন ফাস্তুস বললেন যে, তাকে কৈসরিয়াতে আটক রাখা হয়েছে এবং তিনি নিজেই শিগগির সেখানে যাবেন। তিনি বললেন, "সুতরাং, (৫)তোমাদের কয়েকজন ক্ষমতাশালী লোক আমার সংগে আসুক এবং সেই লোক দোষী হয়ে থাকলে তা দেখিয়ে দিক।"

(৬)ফাস্তুস তাদের মধ্যে আট-দশ দিন থাকার পর কৈসরিয়াতে গেলেন এবং পরদিন তিনি বিচার-সভায় বসে হযরত পৌল রা.-কে তার সামনে আনার হুকুম দিলেন।

(৭)যখন তিনি এলেন, তখন যে-ইহুদিরা জেরুসালেম থেকে এসেছিলো, তারা তাকে ঘিরে ধরলো। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক ভীষণ রকমের দোষ দিলো কিন্তু সেগুলোর কোনো প্রমাণ দিতে পারলো না।

(৮)হযরত পৌল রা. নিজের পক্ষে বললেন, "আমি ইহুদিদের শরিয়ত বা বায়তুল-মোকাদ্দস কিংবা সম্রাটের বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় করিনি।" (৯)কিন্তু ফাস্তুস ইহুদিদের খুশি করার জন্য তাঁকে বললেন, "এসব দোষের বিচার আমি যেনো জেরুসালেমে করতে পারি, সে-জন্য তুমি কি সেখানে যেতে রাজি আছো?"

(১০)হযরত পৌল রা. বললেন, "আমি সম্রাটের বিচার-সভায় আপিল করছি, সেখানে আমার বিচার হওয়া উচিত। আপনি নিজে জানেন যে, আমি ইহুদিদের ওপরে কোনো অন্যায় করিনি। (১১)যা হোক, যদি আমি মৃত্যুর উপযুক্ত কোনো দোষ করে থাকি, তাহলে আমি মরতেও রাজি আছি। কিন্তু এরা

আমার বিরুদ্ধে যে-সব দোষ দিচ্ছে, তা যদি সত্যি না-হয়, তাহলে এদের হাতে আমাকে ছেড়ে দেবার অধিকার কারো নেই। আমি সম্রাটের কাছে আপিল করছি।”

(১২)ফাস্তুস তার পরামর্শ-দাতাদের সংগে পরামর্শ করে বললেন, “তুমি সম্রাটের কাছে আপিল করেছো, সম্রাটের কাছেই তুমি যাবে।” (১৩)এর কিছুদিন পরে বাদশাহ আগ্রিপ্প ও বার্নিকি ফাস্তুসকে স্বাগত জানাবার জন্য কৈসরিয়াতে এলেন।

(১৪)তারা অনেকদিন সেখানে ছিলেন বলে ফাস্তুস হযরত পৌল রা.-র বিষয় বাদশাহকে জানালেন। বললেন, “ফিলিক্স এক লোককে এখানে বন্দি হিসাবে রেখে গেছেন।

(১৫)আমি যখন জেরুজালেমে গিয়েছিলাম, তখন প্রধান ইমামরা ও ইহুদিদের বুজুর্গরা তার বিষয়ে আমাকে জানিয়ে ছিলেন এবং একে শাস্তি দিতে বলেছিলেন। (১৬)আমি তাদের বললাম, ‘কোনো লোকের বিরুদ্ধে যদি কোনো নালিস করা হয়, তাহলে যারা নালিস করেছে, তাদের সামনে নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করার সুযোগ না-পাওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেয়া রোমীয়দের নীতি নয়। (১৭)তারা এখানে আসার পর আমি দেরি না-করে পরদিনই বিচার করতে বসলাম এবং সেই লোককে আনতে হুকুম দিলাম।

(১৮)যে-লোকেরা তাকে দোষ দিচ্ছিলো, তারা যখন কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালো, তখন যেমন ভেবেছিলাম, তেমন কোনো নালিস তারা করলো না। (১৯)বরং তার সংগে তাদের মতের অমিল দেখা গেলো- তাদের ধর্মমত এবং হযরত ইসা আ. নামের এক লোক, যার মৃত্যু হয়েছে, তার সম্বন্ধে। পৌল নামে লোকটা দাবি করে যে, সেই হযরত ইসা আ. জীবিত হয়ে উঠেছেন। (২০)এসব বিষয়ে কী করে খোঁজ নেবো তা বুঝতে না-পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এসব দোষারোপের বিচারের জন্য সে জেরুসালেমে যেতে রাজি আছে কি-না। (২১)কিন্তু পৌল যখন সম্রাটের রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে আমার কাছে আপিল করলো, তখন সম্রাটের কাছে না-পাঠানো পর্যন্ত তাকে পাহারা দিয়ে রাখতে আমি হুকুম দিয়েছি।”

(২২)তখন আগ্রিপ্প ফাস্তুসকে বললেন, “আমি নিজে এই লোকের কথা শুনতে ইচ্ছা করি।” তিনি বললেন, “কাল শুনতে পাবেন।” (২৩)পরদিন বাদশাহ আগ্রিপ্প ও বার্নিকি প্রধান সেনাপতিদের ও শহরের প্রধান-প্রধান লোকদের নিয়ে মহা-জাঁকজমকের সংগে সভা-ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ফাস্তুসের হুকুমে হযরত পৌল রা.-কে সেখানে আনা হলো।

(২৪)এবং ফাস্তুস বললেন, "বাদশাহ আগ্রিপ্প এবং আর যারা আমাদের সংগে উপস্থিত আছেন, আপনারা এই লোকটিকে দেখছেন। এর বিষয়ে গোটা ইহুদি সমাজ জেরুজালেমে ও এখানেও আমার কাছে দরখাস্ত করেছে এবং চিৎকার করে বলেছে যে, এই লোকটির আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। (২৫)কিন্তু আমি দেখলাম যে, মৃত্যুর শাস্তি দেয়া যায় এমন কোনো দোষ সে করেনি। এবং সে নিজেই যখন সম্রাটের কাছে আপিল করেছে, তখন আমি তাকে সম্রাটের কাছে পাঠানোই ঠিক মনে করলাম;

(২৬)কিন্তু মহামান্যকে লেখার মতো এমন সঠিক কিছুই পেলাম না। তাই আমি আপনাদের সকলের সামনে, বিশেষ করে বাদশাহ আগ্রিপ্প, আপনার সামনে তাকে এনেছি, যাতে তাকে জেরা করে অন্তত আমি কিছু লিখতে পারি। (২৭)কারণ আমার মতে, কোনো বন্দির বিরুদ্ধে আনীত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া তাকে চালান দেয়া উচিত নয়।"